বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের আশ্রয় প্রদান

জননেত্রী শেখ হাসিনার মহানুভবতা

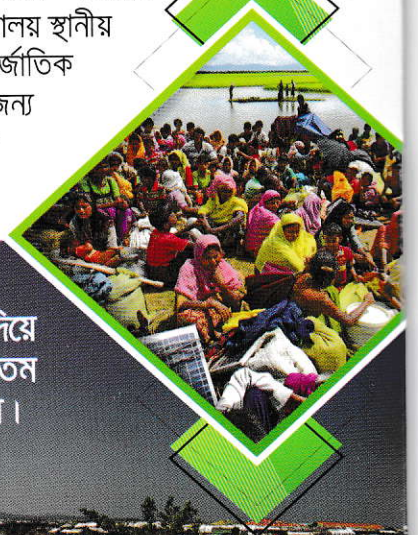
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়



রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে প্রবেশ

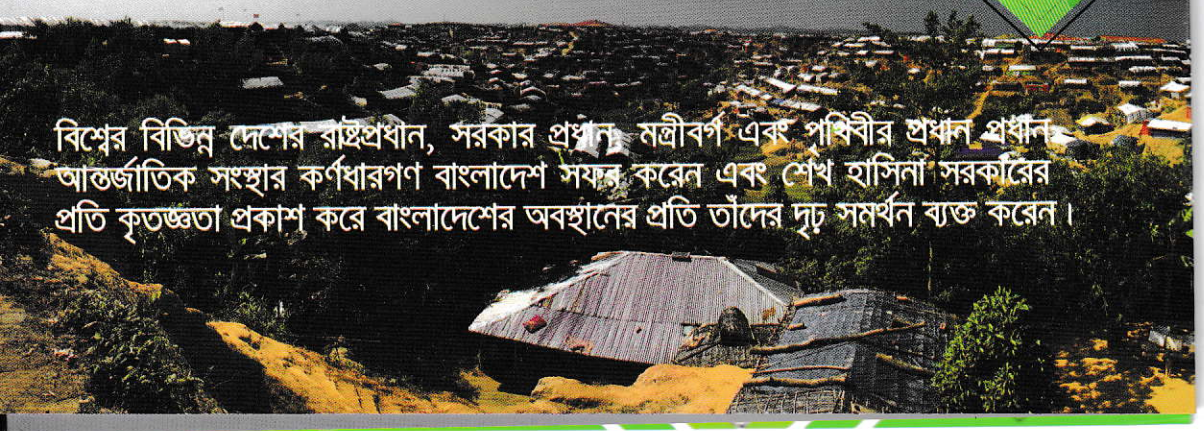
২০১৭ সালের ২৫ আগস্টের পর মাত্র কয়েক সপ্তাহে অকস্মাৎ স্রোতের মত সাড়ে ছয় লক্ষের অধিক নির্যাতিত নিঃস্ব রোহিঙ্গা মায়ানমার নাগরিক বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁদের আশ্রয়ের নির্দেশ দিলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় স্থানীয় জনসাধারণ, প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় নজিরবিহীন দ্রুততায় তাঁদের জন্য বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসাসহ সকল প্রকার মানবিক সহায়তার ব্যবস্থা করে।





রোহিঙ্গাদের পরম মমতায় আশ্রয় দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মানবিক বিপর্যয় রোধ করেন।

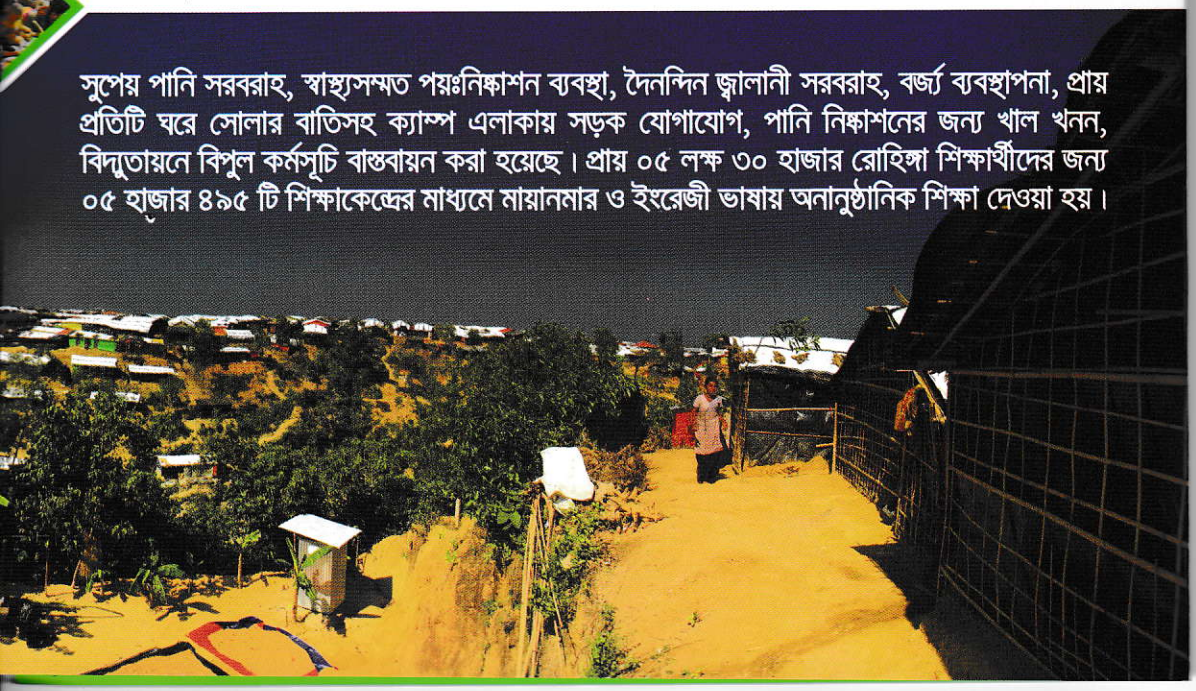


বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, মন্ত্রীবর্গ এবং পৃথিবীর প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্ণধারগণ বাংলাদেশ সফর করেন এবং শেখ হাসিনা সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বাংলাদেশের অবস্থানের প্রতি তাঁদের দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেন।

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় কক্সবাজারে অল্প সময়ের মধ্যে একটি কার্যকর মানবিক সহায়তা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা শেখ হাসিনা সরকারের অন্যতম সাফল্য। এর ফলে সাড়ে এগার লক্ষ মানুষের মৌলিক চাহিদা, নিরাপত্তা ও মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। একটি মানুষও অনাহারে কিংবা বিনা চিকিৎসায় মারা যায়নি, লঙ্ঘিত হয়নি কারো মৌলিক মানবাধিকার।

বর্তমানে উখিয়া ও টেকনাফের সাড়ে ছয় হাজার একর সরকারী ভূমিতে ৩৪ টি ক্যাম্পে ২ লক্ষ ০৬ হাজার শেল্টারে ১১ লক্ষ লোক বসবাস করছেন। তাঁদের জন্য বিশ্ব খাদ্য সংস্থা, আইসিআরসিসহ অন্যদের সহায়তায় উপযুক্ত পরিমান (কমপক্ষে মাথাপিছু ২১০০ কিলো ক্যালরি) নিত্যদিনের খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। মোট ৩৫টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র, ০৫ টি ফিল্ড হাসপাতাল চালু রয়েছে। সব মিলিয়ে ১২৪ টি সংস্থা স্বাস্থ্যসেবার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ঘনবসতিপূর্ণ আশ্রয় ক্যাম্পে কোন মহামারী বা উল্লেখ করার মত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেনি।

সুপেয় পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, দৈনন্দিন জ্বালানী সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্রায় প্রতিটি ঘরে সোলার বাতিসহ ক্যাম্প এলাকায় সড়ক যোগাযোগ, পানি নিষ্কাশনের জন্য খাল খনন, বিদ্যুতায়নে বিপুল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রায় ০৫ লক্ষ ৩০ হাজার রোহিঙ্গা শিক্ষার্থীদের জন্য ০৫ হাজার ৪৯৫ টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে মায়ানমার ও ইংরেজী ভাষায় অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া হয়।



সম্প্রতি কোভিড-১৯ সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেনটাইন ও আইসোলেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাসহ সরকারী, বেসরকারী পর্যায়ে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োজিত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহায়তায় কক্সবাজার সদর হাসপাতালে ১০টি আইসিইউ, ১০ টি এইচডিইউ ও ১৫০ টি বেড, টেস্টিং কিট, এ্যাম্বুলেন্স ও পর্যাপ্ত সংখ্যক সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও ১৯০০ বেডের আইসোলেশন সেন্টার, আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত বিশেষ কোভিড ফিল্ড হাসপাতাল নির্মাণের জন্য কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয় কাজ চলছে। ফলে এখন পর্যন্ত ঘনবসতিপূর্ন স্থানে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংক্রমণের বিস্তার যথেষ্ট ভাবে নিয়ন্ত্রিত আছে।

নিজ দেশে নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের পূর্বে কক্সবাজারে ঝুঁকিপূর্ণভাবে বসবাসরত ০১ লক্ষ রোহিঙ্গাকে ভাসানচরে প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।



নবনির্মিত ভাসানচর ক্যাম্প

রোহিঙ্গা সংকটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শেখ হাসিনার** অসামান্য মানবিকতার স্বীকৃতি স্বরূপ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম কর্তৃক তাঁকে **Mother of Humanity** উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নেতৃত্ব, মানবিকতা ও সুবিবেচনাপ্রসূত নীতি গ্রহণের জন্য তিনি মর্যাদাপূর্ণ দুটি আন্তর্জাতিক পুরষ্কারে ভূষিত হন। এগুলো হলঃ

"Inter Press Service (IPS) International Achievement Award" and the "2018 Special Distinction Award for Leadership"

DISASTER RISK GOVERNANCE
— 2020 —
INTERNATIONAL DAY
FOR DISASTER RISK REDUCTION



দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার